শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া

নভেম্বর ২০০৮ | কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | সংখ্যা ৬

প্রিয় ভাই-বোনেরা

২০০৮ এর ইকোজ ইন্ডিয়ার শেষ সংখ্যায় সকলকে স্বাগত জানাই। সারা দেশের মিশন সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ, সম্পাদনা, আটটি আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা— সব মিলিয়ে সংবাদপত্র গোষ্টির কাছে এই বছর এক পরিপূর্ণতার সূচক। অনুবাদকদের হার্দ্যিক সহযোগিতা বিনা সময়মত এই সংবাদপত্র প্রকাশ করা কখনোই সম্ভব হত না। এছাড়াও, স্বেচ্ছাসেবী সাংবাদিক, ZIC ও আঞ্চলিক সহকারীদের উদ্দীপনাময় পদক্ষেপ পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে সম্ভব করেছিল।

সংবাদপত্রের নভেম্বর সংখ্যা— গুরুদেবের তামিলনাড়ু সফর ও চীন এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পরিক্রমার তথ্যে সম্পৃক্ত। এছাড়াও এতে রয়েছে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ শিবির, মুক্ত আলোচনা চক্র এবং VBSE কার্য্যক্রমের মত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সমূহ।

আগামী ২০০৯ জানুয়ারী সংখ্যার জন্য লেখা ও সংবাদ পাঠানোর শেষ দিন ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮। নিজ নিজ এলাকার আঞ্চলিক অধিকর্তার (ZIC) মাধ্যমে ছবিসহ সংবাদ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইকোজ ইন্ডিয়া সংবাদপত্র গোষ্টি

এক স্মৃতি বিজরিত মাদুরাই পরিদর্শন

৩০ আগষ্ট। গুরুদেব সড়ক যোগে ত্রিচি থেকে মাদুরাই আশ্রমে পৌঁছান। তিরুপ্পুর ও চেন্নাই এর পর মাদুরাই তামিলনাড়ুর অন্যতম বড় কেন্দ্র। প্রায় তিন একর জমির উপর অবস্থিত এই আশ্রম, যার অস্থায়ী ধ্যান কক্ষ মাদুরাইয়ের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসা প্রায় ২০০০ অভ্যাসীকে বসার জায়গা দিতে পেরেছে। প্রতিনিধিদের নামঙ্কিত কার্ডে লেখা ছিল— 'গুরুদেবের প্রেমসিক্ত কিরণে স্নাত'।

৩১ আগষ্ট, রবিবার। সৎসঙ্গ-এর পর গুরুদেব তাঁর মাতৃভাষা তামিলে অনর্গল আধঘণ্টা বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল পারিবারিক জীবন ও আধ্যাত্মিকতা। তিনি বলেন, নারীদের উচিত গুরুকে হৃদয়ে রেখে স্বামীর হাত শক্ত করে ধরা। যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সহজমার্গে যোগ দেয় তাহলে তা সবচেয়ে ভালো।

সুখী বিবাহিত জীবনের জন্য তিনটে বিষয়কে দূরে রাখা শ্রেয়, তা হল — ক্রোধ, সন্দেহ এবং হিংসা। সবশেষে তিনি উল্লেখ করেন যে, এই পৃথিবীতে ঘর বানানোর নেশায় মত্ত হওয়া উচিত নয় বরং অন্তরের অন্তঃস্থলে ঘর গড়ে তোলার কথা স্মরণ রাখা উচিত।

এরপর গুরুদেব কতক স্মৃতির গহনে চলে যান। মাদুরাইতে যে হলঘরে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তা পরিদর্শন করেন এবং আগে যেখানে সৎসঙ্গ হত, সেই ভালামজি ম্যানসনও পরিদর্শন করেন। গুরুদেব, তাঁর TTK কোম্পানীর কর্মরত দিনগুলিতে এইসব এলাকার অতীত দিনগুলির কথা স্মরণ করতে থাকলে সমগ্র পরিবেশ এক স্মৃতিবিজরিত সুরভীর আবহে সিক্ত হয়ে ওঠে।

বিরুধনগরের কাছে চিন্নাভালিকুলাম আশ্রমে তিনি এক সংক্ষিপ্ত সফরে যান এবং স্থানীয় অভ্যাসীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান। তিনি বলেন, — "আমি যখনই এখানে আসি, তখনই বেশ ভালো ঘুমোতে পারি!" গুরুদেব পুরাণো এ্যলবামে বাবুজী মহারাজের বিরুধনগর পরিদর্শনের ছবি এক এক করে দেখেন এবং গ্রুপ ফটো থেকে কিছু কিছু অভ্যাসীকে সযত্নে চিহ্নিত করেন। বিরুধনগরে তাঁর TTK-র সহকর্মীদের আধিকাংশের চিরবিদায়ের খবর তাঁকে খুব মর্মাহত করে তোলে।

স্বভাবসিদ্ধভাবে গুরুদেব অভ্যাসীদের নানা ব্যক্তিগত সমস্যা ও অনুরোধ প্রতিদিন মন দিয়ে শোনেন। ৩ সেপ্টেম্বর গুরুদেব সকাশে চেন্নাই ফিরে যান।

গুরুদেবের ঐতিহাসিক চিন সফর (১৬-২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

গুরুদেব সাংহাই পুকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিধি নিয়ম শেষ হলে তিনি বলেন, "অবশেষে আমরা চিনে এলাম।" কিছু স্থানীয় অভ্যাসী ও অন্য দেশ থেকে আসা অভ্যাসীরা গ্রীন কোর্টে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সিটিং দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। বললেন, "বেজিং অলিম্পিকের মত মশাল প্রজ্বলন ও বাজির রোশনাই শুরু করা যাক।" তিনি জেনে নিলেন, ঘরে সবাই অভ্যাসী কিনা, অবশ্য না হলেও ক্ষতি নেই , কারণ তিনি পুরো চিন দেশেই প্রাণাহুতি দেবেন।

গুরুদেব তিনদিনের এক আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন। এর বিষয় ছিল — "হৃদয়ের ভাষা।" এসবের ফাঁকে তিনি আশেপাশের দর্শনীয় স্থান দেখা ও কিছু কেনাকাটার জন্য সময় বের করে নেন। 40 জনের এক অভ্যাসীর দল তাঁর সঙ্গে সফররত ছিল। কখনো তিনি খাবার পর দীর্ঘসময় কথাবার্তা বলেন। চিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি চিনের অভ্যাসীদের আশীর্বাদ দিয়ে বলেন, যে বীজ আজ রোপন করা হল, আশা করি ভবিষ্যতে তা উল্লেখযোগ্য ফল প্রদান করবে। তিনি বিশেষভাবে বলেন যে, সাংহাই প্রদেশর জিয়ান শহরে সহজমার্গ প্রভূত বিস্তার লাভ করবে।

এস.আর.সি.এম.

ইকোজ ইন্ডিয়া

নভেমবর ২০০৮ কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত সংখ্যা ৬

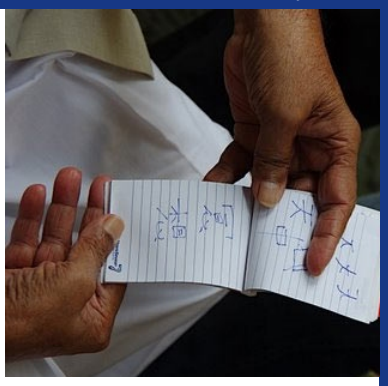

আলোচনা চক্রে প্রদত্ত গুরুদেবের বার্তায় বিশেষভাবে চিনবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন —

আমরা নিজেদেরকে জাতিগত, ও ভাষাগতভাবে ভাগ করে ফেলি। ঈশ্বর এ হেন বিভেদ সৃষ্টি করেন না। মানুষ ও প্রেম বিনা ঈশ্বর আর কোনকিছুই সৃষ্টি করেন না।

প্রথমে আমরা নিজেদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবো, তারপর, অপরকে মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবো।

আমরা তোমাদের সামনে শুধুমাত্র এই পথের হদিশ দিতে পারি এবং এই পথ বেয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি, যাতে তোমরা জীবনে তোমাদের আত্মিক স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবিত করতে পারো, যে স্বাধীনতা তুমি হারিয়ে ফেলেছ। সহজমার্গ স্বাধীনতা অর্জনের পথ।

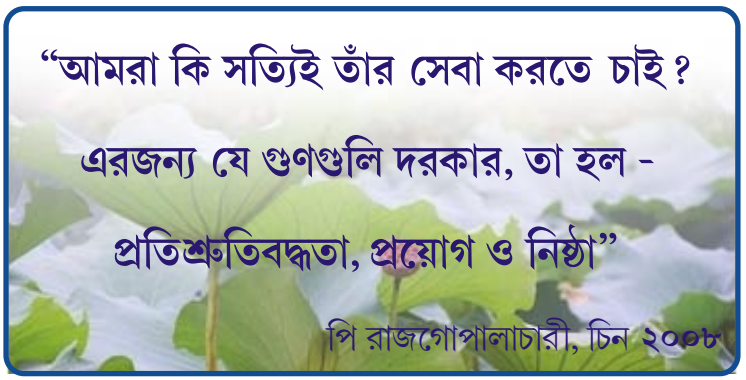

গুরুদেবের হায়েদ্রাবাদ সফর

১১ অক্টোবর শনিবার ২০০৮। গুরুদেব চেন্নাই থেকে হায়েদ্রাবাদ পৌঁছান। আশ্রমে সহস্রাধিক অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানাতে সমবেত হন। তারা প্রধান ফটক থেকে গুরুদেবের কুটির পর্যন্ত রাস্তার দুইধারে শান্ত ও নিয়মানুগভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যাবেলা গুরুদেব ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

এই সফরে গুরুদেব অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অভ্যাসীদের সঙ্গে মিশনের নানা প্রশাসনিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চারজন নতুন প্রিসেপটার তিনি তৈরী করেন এবং তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

১২ তারিখ সকালে সৎসঙ্গ এর পর তিনটি বিবাহ গুরুদেব সম্পন্ন করান। এরপর গুরুদেব এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমার কাজের দুটো দিক আছেঃ (ৰ) আমার গুরুদেব যতটা করার অনুমতি দেন তার চেয়ে বেশী কিছু আমি করতে পারি না। (২) তিনি যা করার অনুমতি দেন তা সম্পাদন করার জন্য অবশ্যই আমার প্রয়োজনীয় শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে। আর তৃতীয় হল - ঐসব কাজ করার জন্য তোমাদের সহযোগিতা দরকার যাতে তার ফল তোমরা পেতে পারো। সহযোগিতা অর্থে বলতে চাই যে, সহজ মার্গের দশ সূত্র অনুসারে জীবন নির্বাহ করা, নিয়মিত অভ্যাস, অন্তরের ও বাইরের নিয়মানুবর্তীতা, ঘরে ও বাইরের জগতে নিয়মানুবর্তীতা, এবং সর্বোপরি তোমার চিন্তারাজীর নিয়ন্ত্রণের নিয়মানুবর্তীতা। কারণ একমাত্র এইখানেই সব সমস্যার উৎস।

রবিবার বিকেলে আয়োজিত প্রশিক্ষকদের সিটিং-এ মূলতঃ অন্ধ্রপ্রদেশের প্রায় ১২৫ জন প্রশিক্ষক যোগদান করেন। গুরুদেবের 8 অক্টোবর ও ঐদিন সকালের বক্তব্যের উপর আলোকপাত করার এক অবকাশ প্রশিক্ষকরা পান। এরপর গুরুদেব প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাদের সিটিং দেন। তিনি সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং তাঁর সফরসূচী একদিন এগিয়ে নেন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি হল — তিনি তাঁর কাজ আগেই শেষ করে ফেলেছেন।

সোমবার সকালে গুরুদেব দোমালগুদা যোগাশ্রম পরিদর্শন করেন। প্রায় 5 বছর পর তিনি সেখানে যান। গুরুদেব সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং আশ্রমেই রাত কাটান। মঙ্গলবার সকালে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

নীতিতত্ত্ব ও নৈতিকতা

আন্না বিশ্ববিদ্যালয়, চেন্নাই

২১ আগষ্ট ২০০৮। চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্রণ প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ক বিভাগের ১২৫ জন ছাত্র ও ৬ জন অধ্যাপকের মধ্যে দুঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখা ও মতামত বিনিময় করার অবাধ অবকাশ ছিল।

আলোচনার বিষয় ছিল —"নীতিতত্ব ও নৈতিকতা লক্ষ্য প্রাপ্তির পথ সুগম করে।" SRCM এর যুগ্ম-সম্পাদক ভ্রাঃ এ.পি. দুরাই এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সহজ মার্গের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ের উপস্থাপনা করতে গিয়ে তিনি সময়ে সময়ে গুরুদেবের দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করেন। "নীতিতত্ব — তুমি নিজে ও অপরকে কেন্দ্র করে আর নৈতিকতা— তোমার স্ব-কেন্দ্রিক অর্থাৎ তুমি এমন কিছু করবে না বা চিন্তা করবে না যা তোমার শারীরিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন করে।"

গুরুদেব ও মিশন প্রসঙ্গে অনেক ছাত্র নানা প্রশ্ন করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। নতুন অভ্যাসী ও কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক শ্রী কে. ভিপিনেন্দ্রন এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন।

নতুন প্রকাশনা

তামিল ভাষায় প্রদত্ত নীচের দুটি ভাষণের একটি DVD দীপাবলীতে প্রকাশ হয়।

- ২ মার্চ ২০০৮ এ তিরুপ্পুরে ধ্যান কক্ষ উদঘাটনে প্রদত্ত ভাষণ — ২৫¿মিনিট

- ৩১ আগষ্ট ২০০৮ এ মাদুরাইতে প্রদত্ত ভাষণ — ২০ মিনিট।

'আশ্রয়' — বয়স্কদের বাসস্থান

গুরুদেবের আশীর্বাদে ইরোডে গড়ে ওঠা বৃদ্ধাবাস 'আশ্রয়' -এর উদঘাটন অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ জন অভ্যাসী সমবেত হন। একজন অভ্যাসী ভাইয়ের প্রযত্নে এই আবাস গড়ে উঠেছে।

তিরুপ্পুর থেকে আসা কিছু অভ্যাসীকে নিয়ে সকাল ৭ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সৎসঙ্গ এর পর কিছু অভ্যাসী সমাজ ও বয়স্কদের প্রসঙ্গে সহজ মার্গের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা খুব সাগ্রহে অংশ নেন এবং গুরুদেবের আশীর্বাদ পুষ্ট এক রমণীয় বাতাবরণ উপলব্ধ হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস

২১ সেপ্টেম্বর ,ই উনাই টেড নেশনস্-এর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস বিশ্বের সব কেন্দ্রে প্রার্থনার মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। গুজরাটে বুধবারের সৎসঙ্গ যেখানে হয় সেখানে অভ্যাসীদের বন্ধু ও পরিজনদেরও এই প্রার্থনায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২৩ জুলাই লক্ষ্ণৌতে প্রদত্ত গুরুদেবের ইংরাজী ভাষণের রেকর্ড চালিয়ে এবং কোথাও কোথাও পাঠ করে প্রার্থনার পর শোনানো হয়, যা সহজমার্গের প্রকৃত উদ্দেশ্যর সারমর্ম আমন্ত্রিতদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে।

ম্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

২৪ আগষ্ট, ভ্রাঃ মোহনদাস হেগড়ে ম্যাঙ্গালোর কেন্দ্রে এক উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল , মিশনকে যথাযথভাবে বুঝতে শিখে গুরুদেবের নিরন্তর আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভ করার জন্য অভ্যাসীদের উৎসাহিত করা।

এখানে সহজমার্গের মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছিল, যা নতুন-পুরাণো সব অভ্যাসীদের ক্ষেত্রে উপযোগি। ভান্ডারাতে যোগদান, গুরুদেবের প্রতি প্রেম উৎপন্ন করা, প্রার্থনার সুফল সেখানে ব্যক্ত করা হয়েছিল। দুবাইতে প্রদত্ত গুরুদেবের ভাষণের একটা ক্লিপিং দেখানো হয় যাতে হবে অবস্থা (Condition) কিভাবে গড়ে তুলতে আত্মিক তা তিনি ব্যক্ত করেন।

যখনই কোনও অভ্যাসীর অন্তরে গুরুদেব স্বর্গীয়সুখের মত অবস্থা সৃষ্টি করেন, তখন অভ্যাসীর উচিত সেই অবস্থা বারবার স্মরণ করে যতদিন পারা যায় তা বজায় রাখা।

কোদাইক্যানাল, তামিলনাড়ু

মাদুরাই কেন্দ্র এবং স্থানীয় অভ্যাসীদের প্রচেষ্টায় এই শৈলশহরে সহজ মার্গের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

১২ সেপ্টেম্বর বৃন্দাবন পাবলিক স্কুলে সহজ মার্গের উপর এক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল, গুরু, মিশন ও পদ্ধতি এবং এর উপকার। কিছু শিক্ষক সহজমার্গে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ শ্রী মুন্না সিংএর সহৃদয় সহযোগিতা প্রশংসনীয় এবং তিনি তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে VBSE প্রশিক্ষণ দিতে রাজী হন।

শ্রী জয়েন্দ্র সরস্বতী কলেজে দুদিনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কলেজ মূলতঃ গ্রামীণ উন্নয়নের শিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রথম দিন অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ ১০ জন প্রশিক্ষকের মধ্যে কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। পরদিন, একশ ছাত্র সহজমার্গ ধ্যান বিষয়ে আয়োজিত আলোচনা চক্রে যোগ দেন এবং ১৫ জন ছাত্র অভ্যাস শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভ্রাঃ ভি. সি. রাও ও ভ্রাঃ প্রসাদ এই কার্যসূচী পরিচালনা করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যসূচী

পানশেট রিট্রিট কেন্দ্র, পুনা

৪ ও ৫ অক্টোবর ২০০৮। মহারাষ্ট্রের পানশেট রিট্রিট কেন্দ্রে দুদিনের SRCM যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সামাবেশে আলোচনার বিষয় ছিল - গুরুদেবের সান্নিধ্য গড়ে তোলা।

৪০ জন অভ্যাসী সম্বলিত এই অনুষ্ঠানের জন্য রিট্রিটের মনোরম বাতাবরণ খুবই উপযুক্ত ছিল। গুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক, সহজমার্গের মশাল বাহক যুবশক্তির ভূমিকা - এই সব প্রসঙ্গ আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে আলোচিত হতে হতে সহজমার্গ সাধনার মূল সোপানকে ছুঁয়ে যায়।

বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা, কুইজ, ক্রীড়া, স্লাইড দেখানো অভ্যাসীদের কতক বাদ্য সংযোজন ও গুরুদেবের ভাষণের অংশ বিশেষের উপস্থাপনা বিষয়কে খুব মনোগ্রাহী করে তোলে।

পুনার অভ্যাসীদের সহৃদয় ও প্রেমসিক্ত আয়োজন, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতাকে স্মরণীয় করে তোলে।

গাজিয়াবাদ, ইউ .পি

২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে দুবছরের কম অভ্যাসরত ৫০ জন অভ্যাসী যোগ দেন। গাজিয়াবাদ, সাহিবাবাদ এবং নয়ডা থেকে অভ্যাসীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তত্বগত ধারণার থেকে বেরিয়ে এসে নিয়মিত ও সঠিক অনুশীলন করার উপর জোর দেওয়া হয়।

অংশগ্রহণকারীরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে যে, সাধনার মূল বিষয় অতি সহজ ও যথাযথভাবে তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। সতত স্মরণ এবং সাফাইয়ের উপর অনেকরকমের সন্দেহের অবসান হয় যা এমনকি বই পড়েও সম্ভব হয়নি। এ হেন প্রশিক্ষণের সুযোগ আরও বেশী হওয়া উচিত বলে অভ্যাসীরা মনে করে।

জম্মু

২৬ সেপ্টেম্বর ও ৯ অক্টোবরে জম্মুতে দুটি মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় জেনেসিস ইনস্টিটিউট অব কমপিটিটিভ স্টাডিজ সংস্থায় (আই. এ.এস পরীক্ষার্থীদের কোচিং দেওয়া হয়) ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সের ৩৫ জন ছাত্রের মধ্যে 'ভারসাম্যযুক্ত জীবনের' উপর আলোকপাত করে সহজমার্গকে তুলে ধরা হয়।

দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় জ্যোতিপুরম শহরে ; জম্মু থেকে ৯০ কিমি দূরে NHPC কর্মীদের মধ্যে। ৪০-৪৫ বছর বয়সের আগ্রহী কর্মীরা এতে অংশ নেন।

দুটো অনুষ্ঠানই বিপুল সাড়া ফেলে। ১৫ জন আগ্রহী অংশগ্রহণকারী সাধনা শুরু করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

হায়েদ্রাবাদ এ পি

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮, রবিবার। এস.আর নগর ধ্যান কেন্দ্রে ১২০ জন নতুন অভ্যাসীর মধ্যে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত একবছর আগে যারা অভ্যাস শুরু করেছিল তাদের জন্য মতামত আদান-প্রদানের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। নিয়মিত ভাষণ ভিত্তিক আলোচনার থেকে ভাব-বিনিময়ের কর্মশালা অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

গোষ্ঠিগত আলোচনার বিষয় ছিল - "সহজমার্গে স্বাগত জানাই।" প্রতিটি বিষয় খুব খোলাখুলি ভাবে আলোচিত হয় এবং অভ্যাসীরা একে অপরের সঙ্গে অবাধে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পায়। এরপর 'সহজ মার্গ অনুশীলন' — ক্যাসেট চালিয়ে অনুষ্ঠানের ছেদ টানা হয়।

তিনসুকিয়া

১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮। তিনসুকিয়া আশ্রমে ৬৪ জন অভ্যাসী ও ডিব্রুগড় আশ্রমে ১৯ জন অভ্যাসীর মধ্যে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ভ্রাঃ অশোক সেনগুপ্ত স্লাইডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। তিনি গুরুদেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "গুরুর কাছে সমর্পন করা বাস্তবে সহজ নয়। বরং গুরুদেবকে আমাদের কাছে সমর্পন করানো সহজ। আর তা সম্ভব, যদি তাঁর কাজে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়!"

কর্ণাটকের বিদারে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান

মিশনের যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ-পি দুরাই-এর তত্বাবধানে ২১ সেপ্টেম্বর , রবিবার বিদারে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এন কর্ণাটকা, ভ্রাঃ রাজু কশমপুরকার ZIC এবং বিদার, ভালকি, থানাকুশনুর এবং গুলবার্গা থেকে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সকালে সৎসঙ্গ— এর পর কিছু আলোচনায় সব অভ্যাসীরা অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল, আমাদের নিজ নিজ কেন্দ্রে, মিশনের অগ্রগতি কি করে করা সম্ভব। অনেক অভ্যাসী তাদের মতামত প্রকাশ করেন যে, মুক্ত আলোচনা চক্র ও ঘরে ঘরে ছোট খাটো সমাবেশের মাধ্যমে আমাদের মিশনকে এক উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। বিকেলের দিকে হাব্‌ল-বাব্‌ল থেকে গুরুদেবের ভাষণের কিছু অংশ দেখানো হয়। সব মিলিয়ে এ এক দারুণ ভাব বিনিময়ের অনুষ্ঠান ছিল। পুরো দিনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে অভ্যাসীরা আরও নিষ্ঠা সহকারে সাধনা করার এক নতুন উৎসাহে ভরপুর হয়ে ওঠে।

হায়েদ্রাবাদে জোর কদমে VBSE অনুষ্ঠান

হায়েদ্রাবাদে VBSE কেন্দ্র অভ্যাসী ও ছাত্রদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ অনুশীলনের জন্য সজাগ দৃষ্টি দিয়েছে।

২২ আগষ্ট ওসমানিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে 'জীবন সম্পর্কে' এবং 'লক্ষ্য স্থির করা' - বিষয়ের আড়াই ঘণ্টার এক মতামত বিনিময়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের কাছে এই অনুষ্ঠান ছিল শিক্ষামূলক, তথ্যবহুল, উৎসাহদায়ক এবং সংবেদনশীল।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটা দল ননদয়ালের S.P.Y. রেড্ডি স্কুলে ঐ অঞ্চলের ৩৮ জন স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর পরিকল্পনা করেন। আলোচনার বিষয় ছিল - শিক্ষকের ভূমিকা, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী স্কুল সিলেবাস, মূল্যবোধ, জীবন ও তার প্রকৃত দিক, গণিত সহ শিক্ষার মূল্যবোধ এবং মনের নিয়ন্ত্রণ।

অভ্যাসীদের জন্য এক VBSE অনুষ্ঠান ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং এরপর ২০ ও ২২ সেপ্টেম্বর ৬৫ জন অভ্যাসীর জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে - তারা নানাধরণের মূল্যবোধ ভিত্তিক ক্রীড়া ও অন্যান্য দলগত কাজকর্মে তথা ছোট নাটিকা, গান ইত্যাদিতে অংশ নেয়। কি করে স্কুলে আবেদন করতে হয় এবং মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা প্রণালীর বিভাবে পরিচালনা করতে হয় সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর, E এবং L বিভাগের স্কুল শিক্ষকদের জন্য আঞ্চলিক আশ্রমে এক VBSE আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

অংশগ্রহণকারী শিক্ষকেরা আশ্রম বাতাবরণের অভূতপূর্ব আস্বাদ গ্রহণ করেন। কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে, এই অনুষ্ঠান তাঁদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছে এবং তারা কার্যক্রম ও শিশুদের আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবে।

গাজীয়াবাদ, ইউ.পি

স্থানীয় কলেজের ৭০ জন B. ED ছাত্রদের জন্য আশ্রমে এক VBSE কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপকরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এখানে মূল্যবোধের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয় এবং ধ্যানের মাধ্যমে মনের নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়।

আত্মার মাহাত্ম, মনের বিশুদ্ধিকরণ, আমি কে এবং মানব শরীরে মনের ভূমিকা কি, আত্মার সঙ্গে মনকে কি করে যুক্ত করতে পারি, এবং জড়তা থেকে নিজেদের কি করে মুক্ত করতে পারি এই ছিল আলোচ্য বিষয়। এইসব ধারণা দৃঢ়মূল করার জন্য কিছু বাস্তবানুগ উদাহরণ দেওয়া হয়।

মিশন ও সহজমার্গ পদ্ধতিতে ধ্যানের উপর এক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়।

পাঁচ মিনিটের প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ছাত্র ও অধ্যাপক উভয়েই খুব ইতিবাচক সাড়া দেন। ডঃ চন্দ্রকান্তা এবং ভ্রাঃ অঙ্কুর সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

রাঁচিতে VBSE অনুষ্ঠান।

সন্ত অ্যালোয়সিয়ুস স্কুল

প্রবন্ধ রচনার ফলাফলকে কেন্দ্র করে স্কুলের রঙ্গালয়ে ২ সেপ্টেমবর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মন্টিসরি, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী বিভাগের শিক্ষকরা যাতে নির্দ্বিধায় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারে তার জন্য ঐদিন স্কুল ছুটি ঘোষণা করে।

ভ্রাঃ অরুণ কুমার লাল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং অধ্যক্ষ ভ্রাঃ সিলভেষ্টার সুরিন, প্রাক্তন ছাত্র ভ্রাঃ মনোজ তিওয়ারী মিশন, SMSF, SMRTI এবং SMRTI-র VBSE প্রচেষ্টার উল্লেখ করে বিষয়ের পরিচিতি করান।

VBSE কার্যক্রম শেষ হলে ভ্রাঃ গিলবার্ট পিণ্টো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং রাঁচি কেন্দ্রের অভ্যাসীদের কাছে ও মিশনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁর সবচেয়ে প্রীতির কারণ হল - স্কুলের বর্তমান ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য একজন প্রাক্তন ছাত্রের এত আগ্রহ প্রকাশ।

উরসুলিন স্কুল

অ্যালোয়সিয়ুস স্কুলের VBSE অনুষ্ঠানের খবর ক্রমে উরসুলিন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উরসুলিনের শিক্ষকরা ভ্রাঃ মুকেশ তানেজাকে তাঁদের স্কুলে অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর প্রায় ১০০ জন মন্টেসরি, প্রাথমিক সেকেন্ডারী ও আন্তঃকলেজ শিক্ষকদের মধ্যে VBSE কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ঐ স্কুল থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী অনুষ্ঠান ছিল সংক্ষিপ্ত, সতেজ এবং শিক্ষকদের ভাব-বিনিময়ের সুযোগে পরিপূর্ণ।

অন্ততঃ দুটো স্কুলে VBSE কার্যক্রম সাধারণ নিয়মে শুরু করতে হবে। এর ফলে জনমানসে গুরুদেবের কাজ করার অবাধ সুযোগ পাওয়া যাবে এবং ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধের বীজ বপন করে জীবনমানের পার্থক্য জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হবে।

বারুণী, বিহার

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ বারুণীতে অভ্যাসী, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে VBSE কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। পাটনা কেন্দ্রের ভ্রাঃ বিজয় কুমার, মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে বিষয়ের পরিচিতি করান এবং শিশুদের মূলবোধ ভিত্তিক শিক্ষার জন্য নানান পদ্ধতির উল্লেখ করেন। ধানবাদ কেন্দ্রের ভগিনী দীপ্তি শিশুদের মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কি করে নানা পরীক্ষামূলক উদাহরণ দেওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করেন।

মুক্ত আলোচনা চক্র

বারুণী পরিশোধনাগারে শিক্ষানবিশ প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে

IOCL পরিশোধন বিভাগের ৩০ জন শিক্ষানবিশ অফিসারদের মধ্যে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রন (Stress Management) এবং আত্ম-উন্নয়ন (Self development) বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পরিশোধনাগারের উচ্চপর্যায়ের অফিসাররা যোগ দেন। ভ্রাঃ প্রবোধ সাংভি ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রনের উপর আলোকপাত করেন। 'আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রে ধ্যানের উপযোগিতা' প্রসঙ্গে ডঃ জি. এম. ভাটনগর বলেন সহজমার্গ আধ্যাত্মিক সাধনার কিভাবে আত্মোন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। বেগুসরাই ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের অনেক অভ্যাসী এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

রামনগর, উত্তরখণ্ড

বন সংরক্ষক ভ্রাঃ এন. ভি সিং-এর আমন্ত্রণে ৫২ জন বন কর্মীর মধ্যে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। মিশনের প্রশিক্ষকদের 'আধ্যাত্মিকতায় আহ্বান' প্রসঙ্গে বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতারা মনযোগ সহকারে শোনেন, এছাড়াও নানান ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে সহজমার্গ সম্পর্কে আরও অবগত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উজ্জয়ীন

৫ অক্টোবর উজ্জয়ীনে ১১০ জন আধ্যাত্মিকতার পিপাসুকে আমন্ত্রণ করে এক মুক্ত-আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।
'মানবজীবনের লক্ষ্য' এবং 'সাধনার মূল বিষয়'-এর উপর এই আলোচনা চক্রে আলোকপাত করা হয়। ভ্রাঃ সঞ্জয় খান্ডেলওয়াল 'গুরু ও মিশন' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠান শেষে পর্ব ভ্রাঃ ভিকল্প মুদ্রা এবং ভ্রাঃ ওয়াই, হি জোশী প্রশ্নোত্তর পরিচালনা করেন। প্রায় ৮০ জন অতিথি সমগ্র অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং মিশনে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আমেদাবাদ

ধ্যানের মাধ্যমে মনের নিয়ন্ত্রণ— এই ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর মুক্ত আলোচনা চক্রের বিষয়। ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্রদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তরুণ ছাত্র অভ্যাসীর পরিচয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়।
আমেদাবাদের নিরমা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানসিক-চাপ নিয়ন্ত্রণের" উপর এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। 'কলেজের অধ্যাপকরা এই আলোচনায় যোগ দেন। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধ্যানের প্রয়োজন ও কর্মক্ষমতা অনেকাংশ রাড়িয়ে তুলতে এবং তার প্রভাবের খুঁটিনাটি দিক আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গ ছিল।
অধ্যাপকরা বক্তার ভাষণে যারপরনাই মুগ্ধ। তাঁরা বক্তাকে তাঁদের 'ভিত্তিস্থাপনা দিবস' উদযাপনের দিন সভায় পৌরহিত্য করতে আমন্ত্রণ জানান এবং সেইসঙ্গে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানের আবেদন করেন।

BHEL হায়েদ্রাবাদ

'মনের নিয়ন্ত্রণের জন্য ধ্যান'— এই বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে সেন্ট জেবিয়ারস্ পিজি কলেজ, স্কলারস্ ডিগ্রি কলেজ এবং রাও ইনস্টিটিউট অব কমার্সের ৭৫ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করেন। মিশনের লক্ষ্য, ছাত্রদের ক্ষেত্রে ধ্যানের গুরুত্ব এবং ব্যক্তিগত পরিবর্তনের ধারণা যা ক্রমে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে— এসবের উপর ঐ অনুষ্ঠানে আলোকপাত করা হয়। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর, চিন্তার আদান-প্রদান সম্বলিত ক্রীড়া, ভিডিও ক্লিপিং এবং গুরুদেবের ভাষণ অনুষ্ঠানের পূর্ণতা দান করে।

৩০ জন অংশগ্রহণকারী অভ্যাস শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে যাবতীয় সহায়তা BHEL কেন্দ্র প্রদান করে।

শিবসাগর, আসাম

ভ্রাঃ সুধীর ভারতীয়ার তত্বাবধানে ২০ সেপ্টেম্বর শিবসাগর জেলায় দুটি মুক্ত-আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। যোরহাট, নাজিরা, তিনসুকিয়া কেন্দ্র থেকে অভ্যাসী ও প্রশিক্ষকরা সেখানে যোগ দেন।
সকালের আলোচনা চক্রে যোগদানকারী অতিথিদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ ও কিছু সাংবাদিক। আর সন্ধ্যার আলোচনা চক্রের ১৭ জন অতিথি মূলতঃ নিকটবর্তী ওয়েল ইন্ডিয়া ও চা-বাগান মালিকদের পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। পরদিন9 জন অতিথি অভ্যাস শুরু করেন।

মুশৌরী, উত্তরখন্ড

দেশের অন্যতম মুখ্য সংস্থা মুশৌরীর লালবাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাদেমী অব অ্যাডমিনিসট্রেশন - সংস্থায় এবার সহজমার্গের উপর আলোকপাত করা হল। IAS এর ১৯৯৫ ব্যাচের মধ্যবর্তী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এপ্রিল ও মে ২০০৮ এ দেশের সব প্রান্ত থেকে ১১০ জন অফিসার অংশ নেন।
প্রশিক্ষণ চলাকালীন গুরু মিশন ও পদ্ধতি বিষয়ে নানা আলোচনা চলতে থাকে। মূলতঃ গ্যাংটকের ভ্রাঃ রবীন্দ্র তেলাং ও ভোপালের ভ্রাঃ শচীন সিন্হা এই আলোচনায় সহায়তা করেন। দুজনেই IAS সদস্য হওয়ায় এই সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।
ধ্যানের মাধ্যমে ভারসাম্যযুক্ত জীবন — এক আধ্যাত্মিক পদক্ষেপ - এই বিষয়ের উপর মনোগ্রাহী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
এই একই ধরণের উপস্থাপনা ৩১ মে ২০০৮ এ IAS শিক্ষানবীশদের জন্যও করা হয়েছিল। শ্রোতারা যোগ, ও ধ্যানের মানবজীবনে মূল্যবোধের উপর প্রভাব এবং মানসিক চাপ নিরসনের মাধ্যমে ভারসাম্যযুক্ত জীবন নির্বাহ করার বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে ২১ জন অফিসার সহ পাঁচটি পরিবার, যারমধ্যে একজন শ্রীলঙ্কা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সারভিসের অফিসার তাঁদের দীর্ঘ দুমাসের প্রশিক্ষণকালের মধ্যে সহজ মার্গে যোগ দেন। নিয়মিত সৎসঙ্গ, এমনকি ৩০ এপ্রিল বাবুজীর জন্মদিনেও সৎসঙ্গ এর আয়োজন করা হয়েছিল। কিছু অভ্যাসী দেরাদুন আশ্রমের সৎসঙ্গ এও যোগ দেন। গুরুদেব নবাগতদের স্বাগত জানান এবং মিশনের কার্যনির্বাহীদের তাদের বিষয়ে দৃষ্টি দিতে আদেশ দেন।

উত্তর কর্ণাটক

ওয়াদিতে মুক্ত-আলোচনা চক্র

২৭ আগষ্ট রেলওয়ে কলোনীর মজদুর ইউনিয়ন হলে ২০ জন জিজ্ঞাসুৰ মধ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমবেত অতিথিদের অধিকাংশই রেলের কর্মী। ডঃ গজেন্দ্র সিং হিন্দিতে মূল বক্তব্য পেশ করেন। তিনি সহজমার্গের বিভিন্ন দিক অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভ্রাঃ রাজু কাশামপুর সহজমার্গের নানা সুক্ষ্মাতিতম দিক তুলে ধরেন। ওয়াদির প্রশিক্ষক ভ্রাঃ কিশান রাও দেশপান্ডে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এক উৎসাহমূলক আলোচনা চক্রে ৫-৬ জন পিপাসু সাধনা শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

চিতাপুর

২৪ আগষ্ট, চিতাপুরের ভিথাল মন্দিরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ৫০ জন স্থানীয় বাসীন্দা অংশগ্রহণ করেন। ভ্রাঃ রাজু কাশামপুরকর কানাড়া ভাষায় গুরুদেব ও মিশন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এরপর ডঃ গজেন্দ্র সিং হিন্দিতে মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং সহজ মার্গ সাধনা বিষয়ে ভাষণ দেন। ভ্রাঃ কে নারায়ণ রাও কানাড়া ভাষায় আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। উপস্থিত পিপাসুরা মনযোগ সহকারে বক্তব্য শোনেন। সবশেষে শ্রোতারা কিছু প্রশ্ন করেন যা যথাযথভাবে উত্তর দেওয়া হয়। চিতাপুরের প্রশিক্ষক ভ্রাঃ মধুকর রাও নায়েক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গুলবার্গাতে ঘরোয়া সমাবেশ

গত আগষ্ট মাসে ভ্রাঃ মহেশ দেশপাণ্ডের বাড়িতে ২০-২৫ বছর বয়সের প্রায় ১০ জন আধ্যাত্মিকতার পিপাসু সমবেত হন। ডঃ গজেন্দ্র সিং কানাড়া ভাষায় এবং ভ্রাঃ শ্রীকান্ত যোশী হিন্দিতে বক্তব্য রাখেন। এখানে সহজ মার্গ পদ্ধতির অনুশীলন ও সুফলের উপর আলোকপাত করা হয়। শ্রোতারা মনযোগ দিয়ে বক্তব্য শোনেন এবং প্রশ্নোত্তরে সামিল হন। পুরো ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে খুব সাড়া পাওয়া গিয়েছে। গুরুদেবের সুক্ষ্ম উপস্থিতি ঐ আধ্যাত্মিক পরিবেশে যারপরনাই উপলব্ধ হয়েছিল।

কোপ্‌পাল

ভ্রাঃ জি. এস. কামাথ এবং ভ্রাঃ রাজু কাশামপুরকর ২৫ জন আধ্যাত্মিকতার পিপাসুকে মিশনের বিষয়ে অবগত করান।

আলোচনার শেষে ইয়েলবার্গা ও কোপ্‌পালের শিশুদের এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এক দলগত আলোচনা চক্রে 'আমাদের সাধনার মান কি করে ভালো করা যায়' এবং 'আমাদের কেন্দ্রের প্রগতি কি করে সম্ভব'— এই দুটি বিষয়ে আলোচনা হয়। দশটি দলের দশজন দলনেতা নিজ-নিজ দলের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন। কোপ্‌পাল, গঙ্গাটবথী, বেলারী, কাম্পলি কোট্টাল, ইয়েলবার্গা এবং হুবলি কেন্দ্র থেকে ১৩০ জন অভ্যাসী সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অভ্যাসীরা এই অনুষ্ঠানে প্রভুত উপকার লাভ করে।

প্রবন্ধ রচনা

ইউনাইটেড নেশনসের যুব দিবস উপলক্ষ্যে ইউনাইটেড নেশনস ও শ্রীরামচন্দ্র মিশনের যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন স্কুল, কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্দীপনা ও উদারতাকে সঠিকভাবে চালিত করা।

১০-২৪ বছর বয়সের প্রায় ৭৫০০০ শিশু এযাবৎ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার মূল্যায়নের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ১০-১৬ বছর বয়সের জন্য প্রবন্ধের বিষয় ছিল— "সত্যই প্রকৃত সাহস"। আর বড়দের জন্য ১৭-২৪ বছর বয়সের জন্য বিষয় ছিল "আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস চরিত্র নির্মানে সহয়ক হতে পারে।" প্রবন্ধ ইংরেজী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা দেখা গিয়েছে, ছাত্ররা যে শুধু এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করেছিল তা নয়, বরং মিশনের স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য এ ছিল এক দারুন শিক্ষনীয় অভিজ্ঞতা।

এই প্রতিযোগিতা ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। পাঁচকুলার দুন স্কুল, উত্তরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ ভারতের অনেক স্কুল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এগিয়ে আসে। রাঁচির বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ৬৫০০ ছাত্র-ছাত্রী ইংরাজী ও হিন্দিতে প্রবন্ধ লেখে।

জামশেদপুর, ধানবাদ, বোকারো, রামগড়, লালপানী, পাটনা, সিন্ধ্রি-র মত এলাকার কেন্দ্রগুলিও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যা এক বিরাট ছাত্র-সম্প্রদায়ের হৃদয় স্পর্শ করে। কর্নাটকের সিমোগাতে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর ৫০ জন অন্ধ ছাত্র-ছাত্রী উৎসাহভরে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাঁরা মুখে বলতে থাকে আর স্বেচ্ছাসেবীরা তা লিখে নেয়।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের সাংগঠনিক দক্ষতায় অনেক পূর্ণতা এনে দিয়েছে। কেন্দ্রগুলিতে অনেক অভ্যাসীকে এই কাজে নিয়োজিত করে উদ্দীপিত করা সম্ভব হয়েছে, যার ফলে তারা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগযোগ গড়ে তোলা, খুঁটিনাটি বিষয়ে তৎপরতা রাখা এবং প্রবন্ধের মূল্যায়নে মনোনিবেশ করতে পেরেছে। স্কুলের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা নিজেদের স্কুলে এই প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাগ্রহে সামিল হওয়ায় স্বেচ্ছাসেবীরাই আশ্চার্য্য হয়ে গিয়েছে। অনেক শিক্ষক ও সংস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সহজ মার্গ পদ্ধতিতে ধ্যানের বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং কেউ কেউ অনুশীলন শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল নভেম্বরের শেষে প্রকাশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইংরেজীতে লেখা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারী রচনাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা রচনার ক্ষেত্রে বই পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। যাদের লেখা ৬০ শতাংশ মান অর্জন করবে তাদের প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে।

এস.আর.সি.এম. **ইকোজ ইন্ডিয়া**
নভেমবর ২০০৮ কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত সংখ্যা ৬

জ্যোর্তিবিন্দু

আরও এক জ্যোর্তিবিন্দু গড়ে ওঠার পথে ঃ

সেবাশ্রম, থিরুভান্নানথাপুরম

আরুভিক্কারা বাঁধের নিকটে অবস্থিত কেরলের মনোরম রাজধানী শহর থিরুভান্নানথাপুরমে আশ্রমের জন্য এক সুন্দর স্থান নির্ধারিত হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এইখানেই গুরুদেব বাবুজীমহারাজের সঙ্গে তৎকালীন ট্রাভানকোরের মহারাজার অতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় মহারাজা ও তাঁর পরিবার সৎসঙ্গে যোগ দেন। আরব সাগর ও পশ্চিম ঘাটের অন্তবর্তী সরু অংশে অবস্থিত থিরুভান্নানথাপুরমের অভ্যাসীরা দীর্ঘদিন ধরে একটি আশ্রমের স্বপ্ন দেখছিল। **১৫** এপ্রিল **২০০৬** এ গুরুদেব আশ্রমের শিলান্যাস করে তাঁদের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন। তামিলনাড়ু ও কেরলের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে প্রায় সহস্রাধিক অভ্যাসী ঐদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিবেন্দ্রামের অভ্যাসীদের কাছে **১৫** এপ্রিল **২০০৬** এক স্মরণীয় দিন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর সেখানেই গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এরপর তিনি অভ্যাসীদের আশীর্বাদ দেন।

আশ্রমের জন্য নির্ধারিত তিন একর জমির মধ্যে দুই একর জমি অভ্যাসীদের বাসগৃহ গড়ে তোলার জন্য রাখা হয়েছে। থিরুভান্নাথাপুরম রেল স্টেশন থেকে এর দুরত্ব **১৭** কিমি আর বিমানবন্দর থেকে দুরত্ব **২৫** কিমি। শহরের পানীয় জল সরবরাহের উৎস আরুভিক্কারা বাঁধের নিকটে অবস্থিত। বাঁধের কাছেই আশ্রমের জমি সবুজ গাছপালায় ঢাকা। এই সবুজের বাহার ও নৈসর্গিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। গুরুদেব এই আশ্রমের নাম দেন 'সেবাশ্রম।' থিরুভান্নানথাপুরম ও ভেল্লানাড বাস-রাস্তার বাঁ দিকে এই আশ্রম অবস্থিত।

ঐ এলাকার একটা ছোট বাড়িতে অস্থায়ী ধ্যানকক্ষ গড়ে তোলা হয়েছে এবং রবিবারের সৎসঙ্গ এর জন্য তা ব্যবহার করা হচ্ছে। আশ্রমের নকশায় গুরুদেব সম্মতি দেন এবং নীচুতলার কাজ আপাতত শেষ হয়ে গিয়েছে।

গুরুদেবের কথায়, আশ্রম হল— এক জ্যোর্তিবিন্দু। অন্ধকারকে দিব্য আলোকে ঢেকে দেওয়াই এর কাজ। গুরুদেবের হাতে এই নতুন জ্যোর্তিবিন্দুর উদঘাটনের জন্য অধীর অপেক্ষায় আমরা অপেক্ষমান এবং এটাও ঠিক যে, সেই সুদিন আর বেশী দূরে নয়।

SRCM পরিচয় পত্র

মিশনের অভ্যাসীদের জন্য দুধরনের পরিচয় পত্র আছে। এই দুটির যেকোনও একটি অভ্যাসীদের কাছে থাকা উচিত।.

প্রাথমিক পরিচয় পত্র

সহজমার্গ সাধনায় যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে এই পত্র দেওয়া হয়। এর জীবনকাল এক বছর। অভ্যাসীর উচিত হল 'অভ্যাসী পরিচয় ফর্ম' পরিপূর্ণ করে, যে প্রশিক্ষকের কাছ থেকে সিটিং নিয়েছে, তাঁর কাছে জমা দিয়ে এই পত্র সংগ্রহ করা।

অভ্যাসী কার্ড

একজন অভ্যাসী নিয়মিত ছ'মাস সাধনা করার পর এই কার্ড পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন ঃ

১) অভ্যাসীর প্রাথমিক পরিচয় পত্র থাকতে হবে। ২) অভ্যাসীকে অবশ্যই ছ'মাস নিয়মিত সাধনা করতে হবে। ৩) এ বিষয়ে প্রশিক্ষকের অনুমোদন চাই। ৪) পুরানো বা হারিয়ে যাওয়া কার্ডের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যাসী নতুন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এছাড়া অন্য কোনও ধরণের পরিচয় পত্র গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে বিশদ জানতে হলে অভ্যাসীকে স্থানীয় CIC বা এই সংক্রান্ত সহায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। স্থানীয় কেন্দ্র সহায়করা মূল-কেন্দ্র-সদস্য সহায়কের সঙ্গে কাজ করেন। এর বিশদ আপনার ZIC র কাছে পাওয়া যাবে। এছাড়া ই-মেলে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ **in.idcard@srcm.org**.

To subscribe to this Newsletter please visit http://www.srcm.org/centers/as/in/newsletter/index.jsp
For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2008 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.
This message may be edited for content and is intended exclusively for the members of SRCM.